দৈনিক বাংলা

120-A

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শোক মিছিল

ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত করার সংকল্প

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সশস্ত্র সন্ত্রাস ও কফিলউদ্দীন হত্যার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ আহূত তিন দিন-ব্যাপী কর্মসূচীর দ্বিতীয় দিনে গতকাল দেশব্যাপী শোকদিবস পালিত হয়। শোকদিবসের কেন্দ্রীয় কর্মসূচী হিসাবে সকালে ছাত্র সমাবেশ ও পরে শোক মিছিল বের হয়।

ডাকসুর নবনির্বাচিত ভিপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহ-

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

নতুন নির্বাচন দিন ঃ ছাত্রদল

(স্টাফ রিপোর্টার)

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল পুনরায় অভিযোগ করেছে যে ডাকসু নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, অব্যবস্থা ও নির্বাচন পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছে। ছাত্রদল এই নির্বাচন বাতিল করে অবিলম্বে নতুন নির্বাচন দাবী করেছে।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

শনিবার ঢাকায় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের শোক মিছিল —দৈনিক বাংলা

আজ সারাদেশে ছাত্র ধর্মঘট আহবান

(স্টাফ রিপোর্টার)

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ক্যাম্পাসে সশস্ত্র সন্ত্রাস ও কফিল উদ্দীন হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে আজ দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী নিয়েছে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কর্মসূচী হিসাবে আজ সকাল

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

অবস্থা এখনো থমথমে

(স্টাফ রিপোর্টার)

বৃহস্পতিবার ছাত্র সংঘর্ষ ও হত্যাকান্ডের পর গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোন অ-প্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে ক্যাম্পাসে গতকালও থমথমে অবস্থা বিরাজ করে।

ক্যাম্পাস এলাকায় গতকাল রিকশা চলাচল করতে দেয়া হয়। তবে অন্য কোন যানবাহন চলেনি। ক্যাম্পাসের স্ট্রীট লাইটগুলো গতকালও জ্বলেনি।

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ

মহসিন হল প্রভোস্টের কাজ শৃংখলার পরিপন্থী

(স্টাফ রিপোর্টার)

মহসীন হলের প্রভোস্ট ডক্টর এস এম ফায়েজ সাংবাদিক সম্মেলনে 'আপত্তিকর' বক্তব্য রেখে চাকরির শৃংখলার পরিপন্থী কাজ করেছেন বলে ঢাকা বিশ্ব-

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলে অস্ত্র নেই ঃ সংসদ নেত্রীবৃন্দ

(স্টাফ রিপোর্টার)

রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলে কোনপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নেই বলে এই হল দুটির নবনির্বাচিত সংসদের নেত্রীবৃন্দ পুলিশকে জানিয়েছেন, পুলিশের এই হল দুটি তল্লাশীর কোন প্রয়োজন

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেত্রীবৃন্দ —দৈনিক বাংলা

হামলার বিরুদ্ধে দলীয় ব্যবস্থা নিন ঃ খালেদার প্রতি ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হল সংসদের নবনির্বাচিত ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে বৃহস্পতিবার

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে ঃ স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অভিযোগ

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ডাকসু নির্বাচনে ব্যাপক [illegible]

সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ

মিছিলে হামলা ছাত্রদলকে হেয় করার ষড়যন্ত্র

[illegible]

দৈনিক বাংলা

120-B

... FEB 1988
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 6

তথ্য ও

ছাত্রী মিছিলে হামলা

(প্রথম পৃঃ পর)

ছাত্রীদের মিছিলে হামলার তীব্র নিন্দা করেছে। এ ব্যাপারে তারা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে দোষারোপ করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছে।

অপরদিকে কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলকে এই ঘটনার জন্যে দায়ী করাকে মহল বিশেষের ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করেছেন। বিবৃতিতে এসব দলের নেতৃবৃন্দ এই ঘটনার জন্যে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের একটি অংশকে দায়ী করেছেন।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আলহাজ সৈয়দ আনোয়ারুল হক ও মহাসচিব জনাব কবির আহমদ খান ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সম্মিলিত বিজয়কে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেছেন। তাঁরা বলেনঃ ডাকসু ও হলসমূহের ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে জামাত শিবির চক্র ও তাদের সমর্থকরা পরাজিত হয়েছে।

বিবৃতিতে মুক্তিযোদ্ধা নেতৃবৃন্দ বলেনঃ নির্বাচনে পরাজিত শক্তি সাধারণ ছাত্রসমাজের রায়কে মেনে নিতে পারেনি। অগণতান্ত্রিক পন্থায় নিরীহ ছাত্রীদের বিজয় মিছিলে আক্রমণ চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁরা এই মহলটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী জনগণের প্রতি আহবান জানান।

সিপিবি

সিপিবির সাধারণ সম্পাদক জনাব সাইফউদ্দীন আহমেদ মানিক গণতন্ত্রের সপক্ষের সকল শক্তিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্রী নির্যাতন, হত্যা, টাঙ্গাইলের ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত মহল ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আহবান জানিয়েছেন।

শনিবার তিনি এক বিবৃতিতে বলেন ডাকসুর শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে ছাত্রসমাজের রায়কে মেনে না নিয়ে নির্বাচনের পর পরই ছাত্রীদের ওপর হামলা এবং টাঙ্গাইলের ঘটনা প্রমাণ করে যে দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে মহল বিশেষ নস্যাৎ করতে তৎপর।

জাতীয় কবিতা পরিষদ

গতকাল কবি শামসুর রাহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কবিতা পরিষদের এক সভায় ডাকসু নির্বাচনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে নিহত কনকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

দুদু-রিপন পরিষদকে দায়ী করার নিন্দা

প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান শেখ শওকত হোসেন নীলু শনিবার এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার জন্যে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের মধ্যে সরকার প্রভাবিত মহলকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেনঃ দুদু-রিপন পরিষদকেই আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চলছে। তিনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছাত্রসমাজকে ছাত্রসমাজের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে অনুরোধ জানান।

এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় দল, নেজামে ইসলাম পার্টির নেতৃবৃন্দও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। পৃথক পৃথক বিবৃতিতে তাঁরা নির্বাচনোত্তর ঘটনাকে স্বার্থান্বেষী মহলের কারসাজি বলে মন্তব্য করেন।

হামলার বিরুদ্ধে

(প্রথম পৃঃ পর)

ক্যাম্পাসে ছাত্রী মিছিলে হামলার দায়িত্ব না এড়িয়ে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক দলীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে মায়ের জাতের ওপর যে হামলা পরিচালনা করা হয়েছে, তার প্রতি কোন নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলে তা কেবল হিংস্রতা ও সন্ত্রাসী তান্ডবকেই মদদ যোগাবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলের নবনির্বাচিত ভিপি গুলশানা মাহমুদ ও মনিরা রহমান এবং জিএস নাজমা আখতার ও সাহিদা ইয়াসমীন।

অভিযোগ

(১ম পৃঃ পর)

য়েছেন।

গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তারা ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থা এবং একটি জোটের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে এর বিরুদ্ধে নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ডাকসুর স্বতন্ত্র সদস্য পদপ্রার্থী বেলাল মাহমুদ। এতে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পদপ্রার্থী রুহুল আমীন, হাফিজুর রহমান এবং সূর্যসেন হলের জিএস প্রার্থী এ বি এম ইকবাল আনোয়ার।

সাংবাদিক সম্মেলনে ভোট কারচুপি ও অব্যবস্থার ১০টি অনিয়ম তুলে ধরা হয়। এগুলি হচ্ছে— রোকেয়া হলে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ভোটারদের একাধিক ব্যালট পেপার প্রদান, বিশেষ রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত কর্মচারী ও শিক্ষকদের ভোট গণনার সাথে সংশ্লিষ্ট রাখা, ফলাফল বৃহস্পতিবার সকাল ন'টায় প্রকাশ করার কথা থাকলেও তা বুধবার রাত ১২টায় আকস্মিকভাবে প্রকাশ করা, ডাকসুর ২০টি পদের ভোট গণনার জন্য ১৫৭টি টেবিলে মাত্র ২০ জন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ, পেন্সিল দিয়ে ক্রস চিহ্ন দেয়া যা মুছে ফেলা যায়, হলে হলে ভোট গণনা না করা এবং প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল সীটে পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর না নেয়া ইত্যাদি।

সাংবাদিক সম্মেলনে ডাকসুর স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এই ১০টি কারণে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়নি বলে তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

120-C

পৃষ্ঠা .... কলাম 6 ...

সংকল্প

(১ম পৃঃ পর)

মেদ ও জিএস মুশতাক হোসেনের নেতৃত্বে শোক মিছিলটি ডাকসু ভবন থেকে শুরু হয়ে অপরাজের বাংলার পাদদেশ, টিএসসি, দোয়েল চত্বর, প্রেস ক্লাব, পুরানা পল্টন, ও গুলিস্তান এলাকা প্রদক্ষিণ করে পুনরায় প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। শোক মিছিলে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাহের উল্লাহ, মোস্তফা ফারুক নজমুল হক প্রধান, জহিরউদ্দীন স্বপন প্রমুখ অংশ নেন।

শোক মিছিল শুরুর আগে সকাল সাড়ে এগারটায় ডাকসু ভবনের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে নিহত কাফিলউদ্দীন স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সমাবেশের একক বক্তা ছাত্রনেতা তাহের উল্লাহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ এখনও সুষ্ঠু নয়। তিনি কোন প্রকার উস্কানিতে না জড়ানোর জন্য ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কর্মীদের পরামর্শ দেন। তিনি ক্যাম্পাসে বিশৃংখলা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার জন্যও সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

তাহের উল্লাহ পুনরায় অভিযোগ করেন যে একটি মুখচেনা মহল ডাকসুতে ভরাডুবির মুখে গত বৃহস্পতিবার সন্ত্রাস, হত্যাকাণ্ড ও ছাত্রী মিছিলে হামলা চালিয়েছে। তারা সংগ্রাম পরিষদ কর্মীদের ওপর হামলা ও তাদের রুম ভাঙচুর করেছে।

তিনি আরও বলেন, ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না। পরিষদ গত ৭ বছর ধরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে।

তিনি বলেন, সন্ত্রাসের শিকার হয়ে কাফিলউদ্দীন খুন হয়েছে। তার রক্ত বৃথা যেতে দেয়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করা হবে বলেও তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

তিনি ডাকসু যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। জনাব তাহের উল্লাহ শোক মিছিল শেষে প্রেস ক্লাবের সামনেও এক সমাবেশে একই বক্তব্য রাখেন।

মহসীন হল

(১ম পৃঃ পর)

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক বক্তব্যে গতকাল বলা হয়, মহসীন হলের প্রতি ভিন্ন নীতি অনুসরণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। পুলিশ পাঠানোর কথা বলে ভাইস চ্যান্সেলর প্রভোস্টকে হলে পাঠিয়ে দেন—প্রভোস্টের এই অভিযোগ আদৌ সত্য নয় বলে কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়।

এতে বলা হয় কঠোর পুলিশী প্রহরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৯ ফেব্রুয়ারী দুপুর থেকে এই প্রহরা আরও জোরদার করা হয়। ঐদিন বেলা তিনটার দিকে মহসীন হলের প্রভোস্টের কক্ষ কারা কিভাবে আক্রমণ করে তা প্রভোস্ট না জানানো পর্যন্ত ভাইস চ্যান্সেলরের জানার কোন কথা নয় বলে কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে মন্তব্য করা হয়। রেজিস্ট্রার কর্তৃক ৯ ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলী সম্পর্কে লিখিত প্রতিবেদন প্রদানের নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও মহসীন হলের প্রভোস্ট বা হাউজ টিউটররা কোন প্রতিবেদন গতকাল পর্যন্ত দেননি বলে কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়।

এতে বলা হয় খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলর মহসীন হলের ঘটনা জানানোর জন্যে পুলিশের ডিসি (সাউথ)কে ফোন করেন। তাঁকে না পেয়ে ভাইস চ্যান্সেলর নীলক্ষেত ফাঁড়িকে এই ব্যাপারে অবহিত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও জানান যে প্রয়োজনে হল প্রভোস্টদের সরাসরি পুলিশের সাহায্য চাইতে বলা হয়েছিল। মহসীন হলের প্রভোস্ট ছাড়া অন্য প্রভোস্টরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে একথা মেনেছেন বলে উল্লেখ করা হয়। কাজেই পুলিশ না পাঠানোর জন্যে ভাইস চ্যান্সেলরকে দোষারোপ করা বিস্ময়কর।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও জানান যে গুলিবিদ্ধ একজন আহত ছাত্রকে হাসপাতালে নেয়ার জন্যে ভাইস চ্যান্সেলর মহসীন হলের সামনে দন্ডায়মান এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের নির্দেশ দেন। আগুন নেভানোর জন্যে ফায়ার ব্রিগেড পাঠানো হলে ছাত্ররা বাধা সৃষ্টি করে।

সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দেয়ার আগেই মহসীন হলের প্রভোস্ট সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য প্রদান করে সিন্ডিকেটকে অবমাননা করেছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন।

রোকেয়া হল প্রভোস্ট—

রোকেয়া হলের প্রভোস্ট গতকাল এক বিবৃতিতে জানান ছাত্রী সংসদের নির্বাচনের ব্যাপারে মহল বিশেষের কারচুপির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

ধর্মঘট আহ্বান

(১ম পৃঃ পর)

এগারটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্রতিবাদ সমাবেশ ও পরে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হবে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল

এদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলও ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে কারচুপি এবং অব্যবস্থা ও পুনরায় সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবীতে আজ দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচী হিসাবে আজ ঢাকায় ছাত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

ষড়যন্ত্র

(১ম পৃঃ পর)

বৃন্দ বলেছেন যে গত বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে ছাত্রী মিছিলে হামলা ছিল জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজের কাছে ছাত্রদলকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে একটি পূর্ব পরিকল্পিত সাবোটেজমূলক ঘটনা।

গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করে ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ বলেন, শুক্রবারের পত্রপত্রিকায় যেসব ছবি ছাপা হয়েছে তা-ই এর প্রমাণ।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিগত নির্বাচনে রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের ভিপি পদপ্রার্থী জাহান আরা বেগম জ্যোৎস্না। এতে উপস্থিত ছিলেন শামসুন্নাহার হলের ভিপি পদপ্রার্থী সাইয়েদা খানম আঙ্গুর, ডাকসুর ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা পদপ্রার্থী শাহীন সুলতানা মঞ্জু, সালমা খানম মিনু ও রেহেনা আখতার।

ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ অভিযোগ করেন যে দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক খবর পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিতে যে ছেলেটি একজন বোনের ওড়না ধরে টানছেন তিনি ছাত্রলীগ (সু-র) কর্মী তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথম বর্ষের (৮৭-৮৮ সেশন) ছাত্র এবং শেখ মুজিব হলের আবাসিক ছাত্র।

ছাত্রদলের ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ ছাত্রী মিছিলে হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন যে যারা বোনদের সম্মান নষ্ট করেছে তাদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ বলেন যে নির্বাচনের দিন রোকেয়া হলকে কলংকিত করা হয়েছে। এ হলের প্রভোস্ট, রিটার্নিং অফিসার এবং কয়েকজন নির্বাচনী কর্মকর্তা ভোটারদের একাধিক ব্যালট পেপার প্রদান এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে ভোট দেয়ার ব্যাপারে চাপ দেন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রথমে মৌখিক প্রতিবাদ ও পরে লিখিত প্রতিবাদ করেও কোন লাভ হয়নি।

ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনকে পক্ষপাতদুষ্ট এবং নিরপেক্ষ হয়নি বলে অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচনের ফল বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য।

নেত্রীবৃন্দ

(১ম পৃঃ পর)

নেই বলেও তাঁরা পুলিশকে লিখিতভাবে জানান।

উল্লেখ্য এই হল দুটিতে অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে অভিযোগ করে সেগুলি উদ্ধারের জন্যে হল সংসদ দুটির নেত্রীবৃন্দ ইতিপূর্বে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে যে আবেদন জানিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী পুলিশ শনিবার হল দুটি তল্লাশী করতে যায়।

এ সম্পর্কে পুলিশের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পত্রিকায় প্রকাশিত ছাত্রী নেত্রীবৃন্দের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে দুজন উপ-পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে মহিলা পুলিশের একটি দল ভাইস চ্যান্সেলর, প্রভোস্ট প্রোক্টর ও কিছু শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে হল দুটি তল্লাশী করতে গেলে হল দুটির উল্লিখিত প্রতিনিধিরা তল্লাশী করতে দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং জানান যে তাদের কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নেই, পুলিশ কর্তৃক হল তল্লাশীর প্রয়োজন নেই বলেও তারা লিখিতভাবে জানান। এই অবস্থায় পুলিশ দল তল্লাশী না করেই ফিরে আসে।

ক্লাস বর্জন

(১-এর পৃঃ পর)

লয়ে ছাত্রীদের মিছিলের ওপর হামলার প্রতিবাদে বুয়েটের ছাত্রীরা এই ধর্মঘটের আহবানে জানায়।

মেয়েদের মিছিলে সশস্ত্র হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্রীরা পোস্টার লাগায় ও ছাত্রছাত্রীরা কালো ব্যাজ ধারণ করে। এরপর ছাত্রীদের একটি প্রতিবাদ মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

বুয়েটের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও ৯ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে।

ইউকসুর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আবদুস সবুর ও কয়েকজন কর্মকর্তাসহ ৫টি হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ও ৬টি হল সংসদের জিএস এক যুক্ত বিবৃতিতে ৯ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী মিছিলে সশস্ত্র হামলার নিন্দা করেন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রভাবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুটা থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে এবং ইউকসু নির্বাচনে বিজয়ী সকল সংগঠনই তাদের বিজয় মিছিল আপাতত স্থগিত রেখেছে।